ইবনুল ইনসান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৩

(১) সম্রাট টাইবেরিয়াসের রাজত্বের পনের বছরের সময় পন্তিয়াস পিলাত যখন ইহুদিয়া প্রদেশের গভর্নর, হেরোদ গালিল প্রদেশ এবং তার ভাই ফিলিপ ইতুরিয়া ও ত্রাখোনিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা, লুসানিয়া ছিলেন অবিলিনির শাসনকর্তা (২)আর হান্নান ও কাইয়াফা ছিলেন ইহুদিদের মহাইমাম, তখন মরু প্রান্তরে হযরত ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়ার আ. এর ওপর আল্লাহর কালাম নাযিল হলো।

(৩)তিনি জর্দান নদীর চারদিকে, সমস্ত এলাকায় গিয়ে গুনাহ মাফের জন্য তওবার বায়াত প্রচার করতে লাগলেন। (৪)হযরত ইসাইয়া আ. এর সহিফায় যেমন লেখা আছে, "মরুপ্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে ঘোষণা করছে, 'তোমরা মালিকের পথ প্রস্তুত করো, তাঁর রাস্তা সোজা করো। (৫)সমস্ত উপত্যকা ভরা হবে, পাহাড়-পর্বত নিচু করা হবে, আঁকাবাঁকা রাস্তা সোজা করা হবে, অ-সমান রাস্তা সমান করা হবে। (৬)এবং গোটা দুনিয়া আল্লাহর নাজাত দেখতে পাবে।' "

(৭)বায়াত নিতে আসা জনতাকে হযরত ইয়াহিয়া আ. বললেন, "সাপের বংশধরেরা! আসন্ন গজব থেকে পালিয়ে যাবার জন্য কে তোমাদের সতর্ক করলো? (৮)তওবার উপযুক্ত ফল দেখাও। তোমরা মনে মনে ভেবো না যে, 'হযরত ইব্রাহিম আ. আমাদের পূর্বপুরুষ।' আমি তোমাদের বলছি, এই পাথরগুলো থেকে আল্লাহ হযরত ইব্রাহিম আ. এর বংশধর তৈরি করতে পারেন। (৯)এমনকি এখনই গাছের গোড়ায় কুড়াল লাগানো আছে। যে গাছে ভালো ফল ধরে না তা কেটে আগুনে ফেলে দেয়া হবে।"

(১০)লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে আমরা কী করবো?"

(১১)উত্তরে তিনি তাদের বললেন, "যার দু'টো জামা আছে, সে যার নেই, তাকে একটি দিক এবং যার খাবার আছে, সেও ওরকমই করুক।" (১২)এমনকি কর-আদায়কারীরাও বায়াত নেবার জন্য এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "হুজুর, আমরা কী করবো?" (১৩)তিনি তাদের বললেন, "আইনে যা আছে তার বেশি আদায় করো না।" (১৪)সৈন্যরাও তাকে জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু আমরা কী করবো?" তিনি তাদের বললেন, "জুলুম করে বা মিথ্যা দোষ দেখিয়ে কারো কাছ থেকে কিছু আদায় করো না এবং তোমাদের বেতনেই সন্তুষ্ট থেকো।"

(১৫)লোকেরা খুব আশা নিয়ে মনে মনে ভাবছিলো যে, হয়তো-বা হযরত ইয়াহিয়া আ.ই মসিহ, (১৬)তাই হযরত ইয়াহিয়া আ. তাদের সবাইকে বললেন, "আমি তোমাদের পানিতে বায়াত দিচ্ছি কিন্তু যিনি আমার চেয়ে ক্ষমতাবান, তিনি আসছেন। আমি তাঁর জুতার ফিতা খোলারও যোগ্য নই। তিনি আল্লাহর রুহে ও আগুনে তোমাদের বায়াত দেবেন। (১৭)ফসল মাড়ানোর জায়গা পরিষ্কার করে ফসল গোলায় জমা করার জন্য তাঁর কুলা তাঁর হাতেই আছে। কিন্তু যে-আগুন কখনো নেভে না, সেই আগুনে তিনি তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।"

(১৮)আরো অনেক উপদেশের মধ্য দিয়ে তিনি লোকদের মনে উৎসাহ জাগিয়ে সুখবর প্রচার করলেন।

(১৯)শাসনকর্তা হেরোদের সমস্ত অন্যায় কাজ ও তার ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য হযরত ইয়াহিয়া আ. তাকে তিরস্কার করেছিলেন। (২০)হেরোদ হযরত ইয়াহিয়া আ.কে জেলে বন্দি করে ওগুলোর সাথে আরো একটি কুকর্ম যোগ করলেন।

(২১)সব লোককে যখন বায়াত দেয়া হলো এবং হযরত ইসা আ.ও বায়াত নিয়ে যখন মোনাজাত করছিলেন, তখন আসমান খুলে গেলো, (২২)এবং আল্লাহর রুহ কবুতরের আকার নিয়ে তাঁর ওপরে নেমে এলেন। আর বেহেস্ত থেকে এক কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, "তুমিই আমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, তোমার ওপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।"

(২৩)প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে হযরত ইসা আ. তাঁর কাজ শুরু করলেন। লোকে মনে করতো তিনি হযরত ইউসুফ র. ছেলে। (২৪)হযরত ইউসুফ আলির ছেলে; আলি মাতাতের ছেলে; মাতাত লেবির ছেলে; লেবি মাল্কির ছেলে; মাল্কি ইয়ান্নার ছেলে; ইয়ান্না ইউসুফের ছেলে; (২৫)ইউসুফ মাতাতিয়ার ছেলে; মাতাতিয়া আমোসের ছেলে; আমোস নাহুমের ছেলে; নাহুম হাসলির ছেলে; হাসলি নাজ্জার ছেলে;

(২৬)নাজ্জা মাতের ছেলে; মাত মাতাতিয়ার ছেলে; মাতাতিয়া সিমির ছেলে; সিমি ইউসেখের ছেলে; (২৭)ইউসেখ ইহুদার ছেলে; ইহুদা ইউহোন্নার ছেলে; ইউহোন্না রিসার ছেলে; রিসা ঝারবাবিলের ছেলে; ঝারবাবিল সলতিয়েলের ছেলে; (২৮)সলতিয়েল নিরের ছেলে; নির মালকির ছেলে; মালকি আদ্দার ছেলে; আদ্দা কুসামের ছেলে; কুসাম মুদামের ছেলে; মুদাম ইরের ছেলে; (২৯)ইর ইয়াসুয়ার ছেলে; ইয়াসুয়া লায়াঝারের ছেলে; লায়াঝার ইউরিমের ছেলে; ইউরিম মাতাতের ছেলে; মাতাত লেবির ছেলে;

(৩০)লেবি সিমোনের ছেলে; সিমোন ইহুদার ছেলে; ইহুদা ইউসুফের ছেলে; ইউসুফ ইউনুসের ছেলে; ইউনুস আলি ইয়াকিমের ছেলে; (৩১)আলি ইয়াকিম মালায়ার ছেলে; মালায়া মান্নার ছেলে; মান্না মাতাতার ছেলে; মাতাতা নাসোনের ছেলে; নাসোন দাউদের ছেলে; (৩২)দাউদ ইয়াচ্ছার ছেলে; ইয়াচ্ছা ওবেদের ছেলে; ওবেদ বোয়াযের ছেলে; বোয়ায সালিমের ছেলে; সালিম নাহিসের ছেলে; (৩৩)নাহিস আমিনাদাবের ছেলে; আমিনাদাব অরামের ছেলে; অরাম হাছিরের ছেলে; হাছির ফারিসের ছেলে; ফারিস ইহুদার ছেলে;

(৩৪)হযরত ইহুদা হযরত ইয়াকুব আ.র ছেলে; হযরত ইয়াকুব হযরত ইসহাক আ.র ছেলে; হযরত ইসহাক আ. হযরত ইব্রাহিম আ. এর ছেলে; হযরত ইব্রাহিম আ. তারহের ছেলে; তারহ নাহুরের ছেলে; (৩৫)নাহুর সারুজের ছেলে; সারুজ রাউর ছেলে; রাউ ফালাকের ছেলে; ফালাক আবিরের ছেলে; আবির সালাহের ছেলে; (৩৬)সালাহ কেনানের ছেলে; কেনান আরফাখসাদের ছেলে; আরফাখসাদ সামের ছেলে; সাম নুহের ছেলে; হযরত নুহ আ. লামিকের ছেলে; (৩৭)লামিক মাতুসালার ছেলে; মাতুসালা ইদ্রিসের ছেলে; ইদ্রিস ইয়ারিদের ছেলে; ইয়ারিদ মাহলালিলের ছেলে; মাহলালিল কেনানের ছেলে; (৩৮)কেনান আনুসের ছেলে; আনুস হযরত শিশ আ. ছেলে; হযরত শিশ আ. হযরত আদম আ. এর ছেলে; হযরত আদম আ. আল্লাহর খলিফা।